গোলাপ বৌ

চলচ্চিত্র কলাকুশলীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা
চিত্রসেবী প্রডাকসন্সএর প্রথম নিবেদন
ছোটগল্প 'চূর্ণী' অবলম্বনে বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রযোজিত

গোলাপ বৌ

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা :
শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা : **অমিয় মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত : **নীতা সেন**

গীতিকার : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

নেপথ্য সঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মান্না দে

রেকর্ড : ইনরেকো

অভিনয়ে

সন্ধ্যা রায়, আরতি ভট্টাচার্য্য, সমিত ভঞ্জ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সুলতা চৌধুরী, তরুণ কুমার, গীতা দে. তপেন চ্যাটার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, শোভেন মজু... শ্যামল ঘোষ, ইন্দু দেবী, শান্তা দেবী, নিমু ভৌমিক, বরুণ দাশগুপ্ত, নিখিল সেনগুপ্ত, মিহির চ্যাটার্জী, অনামিকা সাহা, কান্তি মুখার্জী, দিলীপ মুখার্জী, রাজকুমার রায়চৌধুরী, বাবু সেন, প্রণব চ্যাটার্জী, ডাঃ শিবনাথ ব্যানার্জী, সমীর রায়, মিহির মুখার্জী, পরিতোষ রায়, শ্যামলবাবু, কানন পাত্র, বীরেন গুহ, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, কুমারী গোপা, কুমারী কৃষ্ণা ও **প্রদীপ মুখার্জী।**

সহযোগী পরিচালনা : কান্তি মুখোপাধ্যায় ॥ নৃত্য পরিচালনা : অমল মজুমদার ॥ চিত্রগ্রহণ : পাল্টু নাগ, দেবেন দে, কানাই দাশ ॥ শব্দগ্রহণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, অনিল সেনগুপ্ত, গিরীশ পাধিয়ার, অমূল্য দাস ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র, শান্তি দাস ॥ রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, শম্ভু দাস ॥ আলোক সম্পাত : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, খাঁদু পাত্র ॥ স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত ॥ সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ রসায়নাগার : আর, বি, মেহতা ॥ পরিচয়লিপি : নিতাই বোস ॥ ব্যবস্থাপনা : গোপাল দাস ॥ অতিরিক্তসচিব : বাবু সেন ॥ প্রচার অংকনে : অরুণ চট্টোপাধ্যায় এস, স্কোয়ার, সন্তোষ পাল ॥ প্রচার পরিকল্পনা : স্বপনকুমার ঘোষ।

সহকারী

পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু রায়, বুলু, রাজকুমার ॥ সম্পাদনা : জয়দেব দাস ॥ চিত্রগ্রহন : কেষ্ট, মোহন, বাউরি ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, সোনিয়া, তারাপদ, ভব, কান্টু, সুদর্শন, হট, অমূল্য ইত্যাদি ॥ শব্দগ্রহণ : ভোলাবাবু, গজেন, বুড়, বাবাজী ইত্যাদি ॥ রসায়নাগার : রবিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চুদা, কেন্টু, ফণিদা ॥ রূপসজ্জা : দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাজসজ্জা : ডেভিড ॥ প্রচার : মানব ব্রহ্ম ॥

বিশ্বপরিবেশনা : নারায়ণী চিত্রম্

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

গোলাপ বৌ

কাহিনী

নদীঘেরা ছোট্ট গ্রাম পায়রাগাছা। আর তার থেকেও ছোট্ট এখানের একটা শখের যাত্রাদল। যাতে রাজা সাজে জমিদার রুদ্রকান্ত, আর বিবেক ঐ গান পাগল আমোদ ছোকরা। গান শুনতে ছুটে আসে আপামর জনগণ, তা সে যে নাটকই হোক না কেন। কিন্তু এই গ্রাম্য সারল্যে একদিন বাধা এল। এল ঘোষপাড়ায় কলকাতার দল। বাজনা এল। আলো এল। বাঈজী আর মেয়ের দল এল। দর্শকের দল ছুটে গেল ঐ দিকে। শোনা গেল পারিবারিক ঝগড়ার শোধ তুলতে, রুদ্রকান্তর বড়কুটুম, ঐ ছুতরহাটের মেজকর্ত্তাই নাকি করিয়েছে কাজটা। শঙ্কিত হয়ে ওঠে রুদ্রকান্ত। শখের দলে এখন মেয়ে পায় কোথায়! কুটবুদ্ধি গোকুলখুড়ো পরামর্শ দেয় ঐ আমোদের গোলাপ বৌ, ওর তো কোন লাজলজ্জার বালাই নেই। ওকে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না? আমোদ প্রতিবাদ করে ওঠে। না; চূর্ণীকে অন্ততঃ সে কিছুতেই যাত্রা করতে দেবে না। কিছুতেই না। ওদিকে আবার ছুতরহাটের মেজকর্ত্তা দালাল লাগিয়েছে। পায়রাগাছার বিবেক আমোদকে দলে টানার জন্যে। ব্যাপারটা রুদ্রকান্তর অসহ্য লাগে। আর তাই আমোদকে বাদ দিয়ে কলকাতা থেকে ভাড়া করে বিবেক আনতে পাঠায় গোকুলকে। অপমানে জ্বলে ওঠে আমোদ। আগন্তুক বিবেককে শিক্ষা দিতে গিয়ে মেরে বসে ঐ গোকুলকে আর এই ভুলের জন্যে ওকে গ্রাম ছাড়া হয়ে পালিয়ে যেতে হয় খানিক দূরে, আশ্রয়ের আশায়, পূর্ব্ব-পরিচিত এক ঢপের দলে। কিন্তু না শেখানেও যায়গা হয় না। হতাশায় ভেঙ্গে পড়া আমোদের পথ আগলে দাঁড়ায় এবার শ্যামা, যে ঢপের দলে থেকেও স্বামী সংসার নিয়ে বাঁচতে চায়। অন্তত আশ্রয়ের বিনিময়ে পরমাশ্রয় চায়। এদিকে রুদ্রকান্তর কুৎসিত লালসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হ'ল গোলাপ বউকে—অজানা পথে—অজানা মানুষের ভীড়ে। আকুল চোখে খুঁজে বেড়াতে লাগলো তার আমোদকে। অনেক খোঁজার শেষে আমোদের দেখা কি পেয়েছিল তার গোলাপ বৌ?

গোলাপ বৌ

গান । এক

ওরে মূর্খ ওরে মূঢ়
লুটাবে যে তোর ধরাচুড়
শুনে-নে তুই কি যাই বলে
শুনে-নে তুই কি যাই বলে—
এবার বিবেকেরই দংশনে তুই
তিলে তিলে মরবি জ্বলে,
ওরে মূর্খ, ওরে মূঢ়
দেখেছিস পাঁচ-পা সাপের
অহঙ্কারের মত্ত তেজে
ভুল করে তুই পা দিয়েছিস
ভুল করে তুই পা দিয়েছিস
জানিস নে সেই সাপের লেজে
ওরে অবোধ—ওরে অবোধ
যুক্ত চক্ষু দেখাস কাকে ?
এবার পতন যে তোর অনিবার্য্য
উচিৎ ফল সে পাবেই পাবে
করে যে হায় যেমন কার্য্য
পতন যে তোর অনিবার্য্য

গোলাপ বৌ

গান । দুই

বিনোদবেনী বেঁধে পড়িছে রসে ঢলি
ফুটিয়া আছে যেন একটি রসকলি
বিনোদবেনী বেঁধে পড়িছে রসে ঢলি
কলস নিয়ে কাঁখে ধীরে ধীরে যায়
আহা
কলস নিয়ে কাঁখে ধীরে ধীরে যায়
দাঁড়ায়ে পথ বাঁকে ফিরে ফিরে চায়
দাঁড়ায়ে পথ বাঁকে ফিরে ফিরে চায়
হৃদয় পদ্মে মন চায় যে হতে অলি
বিনোদবেনী বেঁধে পড়িছে রসে ঢলি
ফুটিয়া আছে যেন একটি রসকলি
ভ্রমর কালো পাখা…………
ভ্রমর কালো পাখা, কাজল চোখে আঁকা
জানি সে ঐ চোখে কি কথা যায় বলি
জানি সে ঐ চোখে কি কথা যায় বলি
বিনোদবেনী বেঁধে পড়িছে রসে ঢলি
ফুটিয়া আছে যেন একটি রসকলি
বিনোদবেনী বেঁধে পড়িছে রসে ঢলি
ফুটিয়া আছে যেন একটি রসকলি ।

গোলাপ বৌ

গান । তিন

ও দয়াল আ আ ল ।
আমার জীবন নাও যে ঠেকলো চড়ায়
কি করি বলো আমায় … … ।
গোঁসাই গায়েন ভালো
গোঁসাই গায়েন ভালো বায়েন ভালো দেখতে নদের চাঁদ
এত দেখছি ফিঙে কাকের কোকিল হবার সাধ
গোঁসাই গায়েন ভালো, বায়েন ভালো, দেখতে নদের চাঁদ
এত দেখছি ফিঙে কাকের কোকিল হবার সাধ
গোঁসাই গায়েন ভালো ।
কাক কোকিলের একই রঙ
ভিন্ন শুধু গাওয়ার ঢঙ
কাক করে বাসা তাতে কোকিল করে বাস
খুলবে গলা, সেই কোকিলই পুড়িয়ে যদি খাস
গোঁসাই গায়েন ভালো
আতলা বিলের কাতলা মাছ
পদ্মবিলের পাতা
কাল গেছে জ্বরের পালা, আজ ধরেছে মাথা
আর মাথা নেই তার মাথা ব্যাথা
বেশ বলেছ ধ্বনি
সাপ দেখেছ, সাপের মাথায় দেখেছ কি মনি
তুমি দেখেছ কি মনি
পিরীত সাপের ছোবল খেয়ে বাঁচাতো নয় সোজা ।
সাপে কাটলে ভয় কিরে সই আছেন গোঁসাই ওঝা ।

আহ্লাদিলো চ্যাপের খই, এত আহ্লাদ
পেলি কৈ
ফষ্টি নষ্টি করিস বেশ, দিদিরে তোর কথার ঠেস
মাসির গোঁপ বেরুলে মামা হোত,
শাস্ত্রে এযে কয়
পুরুষ জ্যাঠা সহ্য হয়, মেয়ে জ্যাঠা নয়
পুরুষ জ্যাঠা সহ্য হয়, মেয়ে জ্যাঠা নয় ।
ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশি
অতি চালাক জব্দ বেশি
নাটা কাঠালের আঠা বেশি
গোলাপ ফুলেও কাঁটা বেশি
মনটাকে যে মাত করে দেয়
সেই গোলাপের গন্ধ-ও-ও ।
জোনাক পোকা চিরদিনই সূর্য্যকে কয় মন্দ
জোনাক পোকা চিরদিনই সূর্য্যকে কয় মন্দ
সেই সূর্য্যই দেখে আমার প্যাঁচা যে হয় অন্ধ
সেই সূর্য্যই দেখে আমার প্যাঁচা যে হয় অন্ধ
আর সেই প্যাঁচাটাই … …
আর সেই প্যাঁচাটাই লক্ষ্মী প্যাঁচা,
বসলো গিয়ে ঘরে
লক্ষ্মী পেয়ে ধনেধানে ভরবি চিরতরে এ-এ
ক্ষ্যামা করো গোঁসাই ঠাকুর
যেন তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ে
মন পবনের নাওরে বাওরে মন পবনের নাও
হালটা ধরো কষে মাঝি, পালটা তুলে দাও
মন পবনের নাওরে বাওরে মন পবনের নাও
হালটা ধরো কষে মাঝি, পালটা তুলে দাও ।

গান । চার

হুরর্ – র—র—র
নাকের বদলে নরুণ পেলাম
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্—ডুমাডুম্
তাক ডুমাডুম্ ডুম্, ডুম্
নাকের বদলে নরুণ পেলাম
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্ ··· ···
আর নরুণের বদলে হাঁড়ি পেলাম
তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্ ···
সেই হাঁড়িটাই বাজিয়ে আমি
ঢেঁড়া পেটাই গ্রামে ···
সেই হাঁড়িটাই বাজিয়ে আমি
ঢেঁড়া পেটাই গ্রামে
নাকতলাতে বসবে মেলা
সূর্পনখার নামে
নাকটাতে যে ব্যাঙ বসেছে
বসেছে, ব্যাঙ বসেছে
নাকটাতে যে ব্যাঙ বসেছে
কোলা ব্যাঙের ছা
প্রাণটা খুলে গানটা যে গাই
তাইরে নাইরে না,
তাইরে নাইরে না, তাইরে নাইরে না···

ওরে আক্কেলেত সবাই বন্দী
জালে বন্দী মাছ
আক্কেলেতে সবাইবন্দী
জালে বন্দী মাছ
আর স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী
ছালে বন্দী গাছ
নিজের জালে নিজে বন্দী
চালাক ফন্দিবাজ
ল্যাদা মারা থ্যাদা নাকে—হ—হ
ল্যাদা মারা থ্যাদা নাকে
থাচ্ছে যে বউ খাবি
আর সেই নাকেতে নাক বিঁধিয়ে
পরবে যে নাকছাবি
আড়াই কড়ার কাসুন্দি
হাজার কাকের গোল
আড়াই কড়ার কাসুন্দি
হাজার কাকের গোল
বাজা কাঁসর বাজা কাঁসি
বাজারে ঢাক ঢোল
ওরে বাজা কাঁসর বাজা কাঁসি
বাজারে ঢাকঢোল
বাজারে ঢাক ঢোল—ও—ও—ল।

গোলাপ বৌ

গান । পাঁচ

রোজ রোজ কত আর ফুল যোগাবো
রাজবাড়ীতে
রোজ রোজ কত আর ফুল যোগাবো
রাজবাড়ীতে
ফোটাবো কত কুঁড়ি রসেরই এই ফুলঝারিতে
কত আর ফুল যোগাবো রাজবাড়ীতে
রোজ রোজ কত আর ফুল যোগাবো
রাজবাড়ীতে
টাটকা তাজা বেলীর গোড়ে,
আনি রোজ ডালি ভোরে
টাটকা তাজা বেলীর গোড়ে,
আনি রোজ ডালি ভোরে
রাজা বাবুর মন ওঠেনা,
রাজা বাবুর মন ওঠেনা,
রাজা বাবুর মন ওঠেনা, পারিনা তার
মন কাড়িতে-এ।
কত আর ফুল যোগাবো রাজবাড়ীতে,
রোজ রোজ কত আর ফুল যোগাবো
রাজবাড়ীতে·····

তার ওপর বাগানটাতে, বদমেজাজী
এক মালি আছে—এ—
তার ওপর বাগানটাতে, বদমেজাজী
এক মালি আছে।
ফুল তুললেই আসে তেড়ে,
আঁচল ধরে টানে কাছে।
তার ওপর বাগানটাতে, বদমেজাজী
এক মালি আছে
হায়রে আমার কি অদৃষ্ট,
হা-আ-আ-আ...
হায়রে আমার কি অদৃষ্ট,
সবাই শুধু করে অনীষ্ট,
মৌমাছিরা ফোটায় যে হুল,
মৌমাছিরা ফোটায় যে হুল,
মৌমাছিরা ফোটায় যে হুল,
কিঙ্করি এই দিকদারীতে-এ-এ
কত আর ফুল যোগাবো রাজবাড়ীতে।
ফোটাবো কত কুঁড়ি রসেরই
এই ফুল ঝারিতে—এ—এ
কত আর ফুল যোগাবো রাজবাড়ীতে।
কত আর, কত আর ফুল যোগাবো
রাজবাড়ীতে।

গোলাপ বৌ

প্রযোজনা ॥ দর্শন
কাহিনী ॥ রবীন্দ্রনাথ
চিত্রনাট্য, পরিচালনা ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী
সঙ্গীত ॥ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ ॥ পান্তু নাগ
বিশ্ব পরিবেশনা ॥ নারায়ণী চিত্রম্

মালঞ্চ

মাধবী চক্রবর্তী
ধ্রুব মিত্র
সুমিত্রা মুখার্জী
সন্তু মুখার্জী
রবি ঘোষ
সন্তোষ দত্ত
দীপালী চক্রবর্তী